খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮: বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন এবং সুজন-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২২ মে, ২০১৮)

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ১৫ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খুলনা সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন। এই নির্বাচনে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৯ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪৮ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৪৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজন মেয়রসহ ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ৮ জন সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলর সর্বমোট ৩৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। অনিয়মের অভিযোগে ৩১ নং সাধারণ ওয়ার্ড এবং ৯ ও ১০ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩টি ভোট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়ায় এই ওয়ার্ডসমূহের ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে রোজিনা বেগম রাজিয়া নামের ১ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি ।

নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন এবং আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। যাতে কী ধরনের প্রার্থীরা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তা ভোটাররা জানতে পারেন এবং পাশাপাশি তাদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

নির্বাচনের পর আমরা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য তুলে ধরছি। পাশাপাশি বিজয়ীদের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের তুলনাও উপস্থাপিত হলো। ৩টি ভোট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়ায় সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ৩১টি পদের মধ্যে নির্বাচিত ৩০ জনের এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ১০ পদের মধ্যে নির্বাচিত ৮ জনের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য আমরা জানতে পেরেছি যে, ৩১ নং সাধারণ ওয়ার্ডে মোঃ আরিফ হোসেন এবং ৯ ও ১০ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে যথাক্রমে রুমা খাতুন ও লুৎফুন্নেসা এগিয়ে আছেন।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	স্ত্র ০%	স্ত্র ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	০ **০%**	০ **০%**	৩ ৬০%	০ **০%**	০ **০%**	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৫ ১৬.৬৬%	৯ ৩০%	৬ ২০%	৭ ২৩.৩৩%	৩ ১০%	স্ত্র ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪৭ ৩১.৭৫%	৩৯ ২৬.৩৫%	২৫ ১৬.৮৯%	২৪ ১৬.২১%	১১ ৭.৪৩%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ২৫%	২ ২৫%	স্ত্র ০%	৪ ৫০%	স্ত্র ০%	স্ত্র ০%	৮ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ৫৩.৮৪%	৭ ১৭.৯৪%	২ ৫.১২%	৬ ১৫.৩৮%	৩ ৭.৬৯%	০ **০%**	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	৭ ১৭.৯৪%	১১ ২৮.২০%	৬ ১৫.৩৮%	১২ ৩০.৭৬%	৩ ৭.৬৯%	স্ত্র ০%	৩৯ ১০০%
মোট প্রার্থী	**৭০** **৩৬.৪৫%**	**৪৬** **২৩.৯৫%**	**২৭** **১৪.০৬%**	**৩৩** **১৭.১৮%**	**১৪** **৭.২৯%**	**২** **১.০৪%**	**১৯২** **১০০%**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (১৬.৬৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৯ জনের (৩০%) এসএসসি এবং ৬ জনের (২০%) জনের এইচএসসি, ৭ জনের (২৩.৩৩%) স্নাতক এবং ৩ জনের (১০%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ২ জনের (২৫%) এসএসসি এবং ৪ জনের (৫০%) জনের স্নাতক।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনেরই (৪৬.১৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ১৫ জন (৩৮.৪৬%)। ৩৯ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ৭ জন (১৭.৯৪%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২৪.৪৭% (১৯২ জনের মধ্যে ৪৭ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৮.৪৬% (৩৯ জনের মধ্যে ১৫ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৩৬.৪৫% (১৯২ জনের মধ্যে ৭০ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৭.৯৪% (৩৯ জনের মধ্যে ৭ জন)। যে ২ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৭.৫% (৭২ জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নর্বাচিত হওয়ার হার কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	৩ ৬০%	০ **০%**	০ **০%**	০ **০%**	১ ২০%	০ **০%**	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ৩.৩৩%	২৫ ৮৩.৩৩%	৩ ১০%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	০ **০%**	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৭ ৪.৭২%	১১৩ ৭৬.৩৫%	১০ ৬.৭৫%	২ ১.৩৫%	০ **০%**	৬ ৪.০৫%	১০ ৬.৭৫%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১২.৫%	০ ০%	১ ১২.৫%	২ ২৫%	১ ১২.৫%	৩ ৩৭.৫%	৮ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ **০%**	১০ ২৫.৬৪%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১৫ ৩৮.৪৬%	২ ৫.১২%	১০ ২৫.৬৪%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	১ ২.৫৬%	২৭ ৬৯.২৩%	৩ ৭.৬৯%	১ ২.৫৬%	২ ৫.১২%	২ ৫.১২%	৩ ৭.৬৯%	৩৯ ১০০%
মোট প্রার্থী	**৮** **৪.১৬%**	**১২৬** **৬৫.৬২%**	**১১** **৫.৭২%**	**৩** **১.৫৬%**	**১৫** **৭.৮১%**	**৯** **৪.৬৮%**	**২০** **১০.৪১%**	**১৯২** **১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের পেশা ব্যবসা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জনই (৮৩.৩৩%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (২৫%) গৃহিণী। পেশা উল্লেখ না করা ৩ জনসহ হিসেব করলে শতকরা হার দাড়ায় ৬২.৫০% (৫ জন)। বাকী ৩ জনের মধ্যে ১ জন (১২.৫%) ব্যবসায়ী এবং ১ জন (১২.৫%) আইনজীবি। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে সংরক্ষিত ৬ নং ওয়ার্ডের শেখ আমেনা হালিম বেবী এবং সংরক্ষিত ৫ নং ওয়ার্ডের মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৭ জনই (৬৯.২৩%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৬৫.৬২% (১৯২ জনের মধ্যে ১২৬ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৯.২৩% (৩৯ জনের মধ্যে ২৭ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১৩.৩৩%	১১ ৩৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	৩ ১০%	৩ ১০%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩০ ২০.২৭%	৩৭ ২৫%	৪ ২.৭০%	৮ ৫.৪০%	১৪ ৯.৪৫%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১২.৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	৪ ১০.২৫%	১৩ ৩৩.৩৩%	১ ২.৫৬%	৩ ৭.৬৯%	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	৩৯ ১০০%
মোট প্রার্থী	**৩২** **১৬.৬৬%**	**৪১** **২১.৩৫%**	**৫** **২.৬০%**	**৯** **৪.৬৮%**	**১৬** **৮.৩৩%**	**১** **০.৫২%**	**১৯২** **১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অতীতে ৯টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অতীত মামলাসমূহের মধ্যে ৩০২ ধারার মামলা ছিল ৪টি; যা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (১৩.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১১ জনের (৩৬.৬৬%) বিরুদ্ধে। ৩ জনের (১০%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (৩.৩৩%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (১০%)। বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে ৭ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মোঃ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে এবং অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল ৫ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর শেখ মোহাম্মাদ আলী, ১৬ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস এবং ২১ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপনের বিরুদ্ধে।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (১২.৫%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৬ নং ওয়ার্ডের শেখ আমেনা হালিম বেবী।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪ জনের (১০.২৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৩ জনের (৩৩.৩৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩ জনের (১০%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (২.৫৬%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (৭.৬৯%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১৬.৬৬% (১৯২ জনের মধ্যে ৩২ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১০.২৫% (৩৯ জনের মধ্যে ৪ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২১.৩৫% (১৯২ জনের মধ্যে ৪১ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৩.৩৩% (৩৯ জনের মধ্যে ১৩ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৮.৩৩% (১৯২ জনের মধ্যে ১৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.৬৯% (৩৯ জনের মধ্যে ৩ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২.৬০% (১৯২ জনের মধ্যে ৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.৫৬% (৩৯ জনের মধ্যে ১ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৪.৬৮% (১৯২ জনের মধ্যে ৯ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.৬৯% (৩৯ জনের মধ্যে ৩ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০২ ধারাসহ অতীত মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি হলেও অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে তা কম।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	২ ৬.৬৬%	১০ ৩৩.৩৩%	১৩ ৪৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৫ ২৩.৬৪%	৬৫ ৪৩.৯১%	৩২ ২১.৬২%	২ ১.৩৫%	১ ০.৬৭%	১ ০.৬৭%	১২ ৮.১০%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	৫ ৬২.৫০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৩৭.৫%	৮ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১০ ২৫.৬৪%	১৩ ৩৩.৩৩%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ৩৫.৮৯%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	২ ৫.১২%	১৫ ৩৮.৪৬%	১৩ ৩৩.৩৩%	১ ২.৫৬%	২ ৫.১২%	১ ২.৫৬%	৫ ১২.৮২%	৩৯ ১০০%
মোট প্রার্থী	**৪৫** **২৩.৪৩%**	**৮০** **৪১.৬৬%**	**৩৫** **১৮.২২%**	**২** **১.০৪%**	**২** **১.০৪%**	**১** **০.৫২%**	**২৭** **১৪.০৬%**	**১৯২** **১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেকের বার্ষিক আয় ৫২,৭৬,১৩৪.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১২ জন (৪০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই হার দাড়ায় ৪৬.৬৬% (১৪ জন)। বছরে কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন। তিনি হচ্ছেন ২৮ নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ। তিনি বছরে ১,৩৪,২৯,৮৭৫.০০ টাকা আয় করেন।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৬২.৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনকে ধরলে এই হার দাড়ায় ১০০% (৮ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৭ জনের (৪৩.৫৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৫ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ২২ জনে (৫৬.৪১%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন ১ জন (২.৫৬%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৬৫.১০% (১৯২ জনের মধ্যে ১২৫ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১৫২ জন (৭৯.১৬%)। একই পরিমান আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৪৩.৫৮% (১৭ জন)। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২ জন (৫৬.৪১%)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকলেই (১০০%) নির্বাচিত হয়েছেন; সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার দাড়ায় ৭.৬৯%।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম (৭৯.১৬% এর স্থলে ৫৬.৪১%) হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (১.৫৬% এর স্থলে ৭.৬৯%)।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	৪ ৮০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১০ ৩৩.৩৩%	৭ ২৩.৩৩%	৪ ১৩.৩৩%	৩ ১০%	০ ০%	০ ০%	৬ ২০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৭৭ ৫২.০২%	২৭ ১৮.২৪%	৬ ৪.০৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	০ ০%	৩৪ ২২.৯৭%	১৪৮ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৫ ৬২.৫%	২ ২৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১২.৫%	৮ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৮ ৭১.৭৯%	৭ ১৭.৯৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০.২৫%	৩৯ ১০০%
মোট বিজয়ী	১৫ ৩৮.৪৬%	৯ ২৩.০৭%	৪ ১০.২৫%	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	১ ২.৫৬%	৭ ১৭.৯৪%	৩৯ ১০০%
মোট প্রার্থী	**১০৯** **৫৬.৭৭%**	**৩৪** **১৭.৭০%**	**৬** **৩.১২%**	**৩** **১.৫৬%**	**১** **০.৫২%**	**১** **০.৫২%**	**৩৮** **১৯.৭৯%**	**১৯২** **১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের সম্পদের পরিমাণ ১১,৮৩,৩১,৫৫৬.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৩৩.৩৩% ভাগের (১০ জন) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। আয় উল্লেখ না করা ৬ জনসহ হিসেব করলে এই হার দাড়ায় ৫৩.৩৩% (১৬ জন)। ৩ জন কাউন্সিলরের (১০%) ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (৬২.৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদ উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই হার দাড়ায় ৭৫% (৬ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জনের (৩৮.৪৬%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৭ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ২২ জন (৫৬.৪১%)। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.৫৬%)।
- ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৯ জনই (৫৬.৭৭%) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৩৮ জনসহ এই সংখ্যা ছিল ১৪৭ জন (৭৬.৫৬%)। এদিকে নবনির্বাচিত ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার ৩৮.৪৬% (১৫ জন)। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৭ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ২২ জন (৫৬.৪১%)। অপর দিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ২ জন (১.০৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৫৬%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	১ ২০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	০ ০%	২ ৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%	৬ ২০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩ ২.০২%	২ ১.৩৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	২ ১.৩৫%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	১৩ ৮.৭৮%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	০ ০%
মোট বিজয়ী	০ ০%	২ ৫.১২%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	৩৯ ১০০%	৬ ১৫.৩৮%
মোট প্রার্থী	**৩** **১.৫৬%**	**২** **১.০৪%**	**৪** **২.০৮%**	**১** **০.৫২%**	**২** **১.০৪%**	**২** **১.০৪%**	**১৯২** **১০০%**	**১৪** **৭.২৯%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের কোনো ঋণ নেই।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৬ জন (২০%)। ঋণ গ্রহীতা এই ৬ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ২ জনের (৩৩.৩৩%)। সর্বোচ্চ ৩০,৪৭,৪৪,৪১৫.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন ২২ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কোনো ঋণ গ্রহীতা নেই।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৬ জন (১৫.৩৪%)।
- নির্বাচনে মোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন (৭.২৯%) ঋণ গ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নবনির্বাচিত ৩৯ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৬ জন (১৫.৩৪%)। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২৩.৩৩%	৩ ১০%	৬ ২০%	১ ৩.৩৩%	৪ ১৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%	২৪ ৮০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৩৫.১৩%	৬ ৪.০৫%	১৬ ১০.৮১%	২ ১.৩৫%	৭ ৪.৭২%	৪ ২.৭০%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	৮৮ ৫৯.৪৫%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৫ ৬২.৫%	১ ১২.৫%	১ ১২.৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ১০০%	৭ ৮৭.৫%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭ ৪৩.৫৮%	২ ৫.১২%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	২১ ৫৩.৮৪%
মোট বিজয়ী	১২ ৩০.৭৬%	৪ ১০.২৫%	৭ ১৭.৯৪%	১ ২.৫৬%	৫ ১২.৮২%	২ ৫.১২%	১ ২.৫৬%	৩৯ ১০০%	৩২ ৮২.০৫%
মোট প্রার্থী	**৭০** **৩৬.৪৫%**	**৮** **৪.১৬%**	**১৮** **৯.৩৭%**	**২** **১.০৪%**	**৮** **৪.১৬%**	**৪** **২.০৮%**	**১** **০.৫২%**	**১৯২** **১০০%**	**১১১** **৫৭.৮১%**

- নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক একজন করদাতা। তিনি সর্বশেষ অর্থ বছরে ২,৩০,৯২১.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জন (৮০%) করদাতা। করদাতা ২৪ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জন (২৯.১৬%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ ৫ লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন ৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী। তারা হচ্ছেন, ২৮ নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ (প্রদত্ত করঃ ১১,৫২,৯৮৮.০০ টাকা), ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস (প্রদত্ত করঃ ৯,৭৩,০৫৯.০০ টাকা), ২৭ নং ওয়ার্ডের জেড এ মাহমুদ ডন (প্রদত্ত করঃ ৭,০৭,৩৪২.০০ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৫ জন (৬২.৫%) করদাতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২ জন (৮২.০৫%) করদাতা। এই ৩২ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ১২ জন (৩৭.৫%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৮ জন (২৫%)।
- নির্বাচনে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১১ জন (৫৭.৮১%) ছিলেন কর প্রদানকারী। নবনির্বাচিত ৩৯ জনের মধ্যে কর প্রদানকারী ৩২ জন (৮২.০৫%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

আমরা সুজনের পক্ষ থেকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দেখাতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপনই নয়, নির্বাচনের পূর্বেও সুজন, পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরসদের সাথে যৌথ উদ্যোগে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলো।

- **সংবাদ সম্মেলনঃ** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে খুলনায় একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটার প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার। গত ৩ মে ২০১৮, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানঃ** গত ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে ৫ জন মেয়র প্রার্থীই উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে অর্থাৎ মোট ১৪টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেছেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, হাজার হাজার নারী পুরুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণঃ** মেয়র প্রার্থীগণসহ ১৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশনঃ** মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশিত করেছি।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগসহ ভোটারদের সচেতন করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও প্রচারণা চালানো হয়েছে। সুজন-এর একটি সাংস্কৃতিক দল গত ৬ থেকে ১২ মে ২০১৮ পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালিয়েছে।

- **মানববন্ধনঃ** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১২ মে ২০১৮, সকাল ১০:৩০ -১১:৩০ টায়, শিববাড়ী মোড়, খুলনায় একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন একতাবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহারঃ** সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হয়েছে। সুজন-এর ফেস বুক পেইজে ৬ মেয়র প্রার্থীর বিভিন্ন ধরনের তথ্য, খুলনার ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাতকার, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি আপলোড করা হয়। গত ২০ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩,৪১,০২৮ জন ব্যক্তি (ভিউয়ার্স) সুজন-এর এই প্রচারণায় যুক্ত হয়েছেন।

উপরোল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করায় আমরা কেন্দ্রীয় সুজন-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের খুলনা জেলা, মহানগর এবং ওয়ার্ড কমিটির নেতৃবৃন্দসহ পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরসদের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুজন-এর দৃষ্টিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল খুলনা সিটিতে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো আমরা। এমনই একটি প্রত্যাশা থেকেই সারা দেশের সচেতন নাগরিকদের মত আমাদেরও দৃষ্টি ছিল খুলনার দিকে। পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপরই আমরা নজর রাখছিলাম। তবে আমাদের একটি সীমাবদ্ধতা এই যে, নির্বাচনের দিনে অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার মত ভোটকেন্দ্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণ আমরা করি না; পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই আমরা পর্যবেক্ষণ করি। তাই নির্বাচনের দিনের তথ্য প্রপ্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব সূত্রের পাশাপাশি আমাদেরকে গণমাধ্যম ও অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়।

একটি নির্বাচন কেমন হলো, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু মানদণ্ডের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। মানদণ্ড গুলো হচ্ছে: (ক) ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; (ঙ) ভোট গণনা সঠিকভাবে হয়েছিল এবং (চ) পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রথম তিনটি মানদণ্ড অনুসরণ হলেও শেষ তিনটি মানদণ্ড অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ভোটার ভোট দিতে পারেননি। কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রতীকে সিল দেয়া কিন্তু উল্টাদিকে সিল-স্বাক্ষর বিহীন ব্যালটকে বৈধ ভোট হিসেবে গণনা কারা হয়েছে। একইসাথে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ছিলনা। গত ১৫ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে দৃশ্যত বড় কোনো ধরনের অঘটন ও সহিংসতা ছাড়া অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা, অনেক ভোট কেন্দ্রে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট না থাকা, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, সিল-স্বাক্ষর বিহীন ব্যালটে প্রদত্ত ভোটকে বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য করা, কেন্দ্রের সামনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর কর্মী কর্তৃক জটলা সৃষ্টি করে কোনো কোনো ভোটারের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, অনেক ভোটার কর্তৃক ভোট দিতে না পারা, নির্বাচনের আগে থেকেই বিরোধী দলের প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার ও হয়রানী করা, রিটার্নিং অফিসারের ওপর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী হিসেবে নিয়োগ করা, নির্বাচন পর্যবক্ষণকালে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তার ওপর চড়াও হওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী এ নির্বাচনকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। একটি ভোটকেন্দ্রে শিশু কর্তৃক ভোট প্রদানের খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৩টি সিটি নির্বাচন অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সাথে তুলনা করলেও বলা যায় যে, কয়েকটি ভালো নির্বাচনের পর এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি অস্বচ্ছ ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা: এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল বলে দাবি করা হলেও এক পর্যায়ে এসে রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তার জন্য যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজনকে খুলনা পাঠানো হয়। বিষয়টি একদিকে যেমন নজিরবিহীন, পাশাপাশি তা কতটুকু যৌক্তিক ও আইন সম্মত তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। এর মাধ্যমে রিটানিং অফিসারকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়েছে। প্রথম দিক থেকেই এক ধরনের অভিযোগ ছিল যে, নির্বাচন কমিশন পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ থাকলেও এবং সুজন-এর পক্ষ থেকে হলফনামার সঠিকতা যাচাইয়ের আহ্বান জানানো হলেও, সে ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। রিটার্নিং অফিসার ঘোষণা দিয়েছিলেন কোনো কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম হলে বা গোলযোগ সৃষ্টির কোনো চেষ্ট করা হলে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হবে। বিশৃঙ্খলার কারণে ৩টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। তবে আরও অনেক কেন্দ্র ছিল যেখানে স্থগিত করার মত ঘটনা ঘটলেও ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়নি। অনেক ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারসহ নির্বাচনী কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা ও বিধি-বিধান অনুসরণ করেছেন কি না তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী: নির্বাচনের দিনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় দশহাজার সদস্য কাজ করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ২২ জন এবং প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ২৪ জন নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন ছিল। ৩০০ আমর্ড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন, ১৯ প্লাটুন বিজিবি, পুলিশের ৭০টি মোবাইল টিম, ৮টি মোটর সাইকেল টিম, ১১টি স্ট্রাইকিং টিম, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ১৫০০ পুলিশ দায়িত্ব পালন করেছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৩১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্টেট এবং ১০ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টেট দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু ভোট গ্রহণ নির্বিঘ্ন করতে এতো ব্যাপক প্রস্তুতি সত্ত্বেও অনেক কেন্দ্রে জাল ভোট প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। অনেক কেন্দ্রে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সামনেই জাল ভোট প্রদান, ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি ঘটনা ঘটলেও, তাদের বিরুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

শুধু নির্বাচনের দিনই নয়, তফসিল ঘোষণার পর থেকেই বিএনপি কর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে। বাড়ি বাড়ি গিয়েও ব্যাপক তল্লাশীর অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। বিএনপির অভিযোগ ছিল গ্রেফতার ও হয়রানীসহ পুলিশী তৎপরতার কারণে ব্যাপকভাবে তাদের কর্মীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং দলটির নেতাকর্মীরা পলায়নপর থাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারেনি। নির্বাচনের পূর্বে একটি সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সুজন-এর পক্ষ থেকে 'সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার' করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে, শুধু একটি দলের কর্মীদেরই গ্রেফতার ও হয়রানী করা হয়েছে; যা নিকট অতীতে ঘটেনি। উল্লেখ্য, একসময় বিষয়টিতে হাইকোর্ট কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা হয় এবং নির্বাচন চলাকালে খুলনায় গণগ্রেফতার না করা নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে নির্বাচনের পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদেরও অভিযোগ উঠেছিলো। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা থাকলেও,

কমিশন তাদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

গণমাধ্যমের ভূমিকা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন : নির্বাচনের দিনের বিভিন্ন অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলাসহ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর আমরা গণমাধ্যম থেকেই পয়েছি। নির্বাচনের দিনে দুপুর পর্যন্ত বেশিভাগ গণমাধ্যমেই নির্বাচনী অনিয়মের খবর পরিবেশিত হচ্ছিল বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু বা বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলনের বরাত দিয়ে। এক্ষেত্রে বিএনপি'র পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া বা পোলিং এজেন্ট না থাকার খবরটিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। দুপুরের পর থেকে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, জাল ভোট প্রদান ইত্যাদির খবর পরিবেশিত হয়েছে। নির্বাচনের পরদিন বা তারও পরে নির্বাচনী অনিয়ম সংক্রান্ত খবরগুলো কয়েকটি গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তবে অধিকাংশ গণমাধ্যমের প্রতিবেদনই ছিল দায়সারা গোছের।

নির্বাচনের পরদিন অর্থাৎ গত ১৬ মে ২০১৮ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকার পত্রিকার শিরোনাম ছিল "খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ত, তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে।" এই প্রতিবেদনের বলা হয়েছে, "খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি। বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ ছিল শান্ত, তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে। বিভিন্ন কেন্দ্রে জোর করে বুথে ঢুকে ব্যালটে সিল মারা, জাল ভোটের ঘটনাও ঘটেছে। কোথাও কোথাও পুলিশের বিরুদ্ধে দর্শকের ভূমিকায় থাকার অভিযোগ উঠেছে।" প্রতিবেদনে ৮০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করে ৬০টিতে ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের অনিয়মের কথাও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকার শিরোনাম ছিল "খুলনা সিটিতে 'নিয়ন্ত্রিত' নির্বাচনের নতুন রূপ"। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল এই শহরের মানুষের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধিয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে ভোট নেওয়ার এমন দৃশ্য এ শহরের মানুষ আগে দেখেনি। নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সব ব্যবস্থাই ছিল- পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, ম্যাজিস্ট্রেট ও টহল। এর মধ্যেই প্রতিপক্ষের এজেন্ট বের করে দেওয়া, দল বেঁধে বুথে ঢুকে ব্যালটে সিল মারা, বাবার সঙ্গে শিশুর ভোট দেওয়া, দল বেঁধে জাল ভোট দেওয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল মারতে বাধ্য করা, দুপুরের আগেই ব্যালট শেষ হওয়াসহ নানা ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। কোথাও কোথাও ছিল আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কর্মীদের সহযোগিতার ভূমিকায়।" ৫৪ টি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক ভোট পড়ার তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। তার মধ্যে একটিতে ভোট পড়েছে ৯৯.৯৪%। কেন্দ্রটিতে মোট ১৮১৭ ভোটের মধ্যে একটি ভোট ছাড়া সবগুলো ভোট দেওয়া হয়েছে দেখানো হয়। আরও দুটি কেন্দ্রে ভোট প্রদানের শতকরা হার ছিল ৯৭.৬০% এবং ৯১.৩৮%।

১৬ মে যুগান্তরে "বিভিন্ন কেন্দ্রে জাল ভোট বিক্ষিপ্ত সহিংসতা" শিরোনামে প্রতিবেদনে বলা হয়, "বিভিন্ন কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ, কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের শোডাউন এবং বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের সময় বড় কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। সার্বিকভাবে পরিস্থিতি ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।" প্রতিবেদনে কয়েকটি স্থানে বিএনপি নেতা কর্মীদের ধাওয়া, মারধর এবং ক্যাম্প ভাংচুরের কথাও তুলে ধরা হয়।

১৮ মে ২০১৮, মানবজমিনে-এ "বিবিসি বাংলার চোখে বাংলাদেশে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন অনিয়মের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রে নৌকার কর্মীদের টহল, প্রকাশ্য জাল ভোট প্রদান, ভোট গণনার সময় পেছনে সিল স্বাক্ষর ছাড়া ব্যালটকে বৈধ হিসেবে গণনার বিষয়টি উঠে আসে।

১৬ মে ২০১৮, তারিখে দ্য ডেইলি স্টারের বাংলা সংস্করণে গোলাম মোর্তোজার "খুলনায় কী ঘটলো, একটি পর্যালোচনা" শিরানামের মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়ছে, "প্রচলিত ধারায় কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই-জাতীয় যা ঘটে, খুলনার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। কেন্দ্রের সামনে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা জড়ো হয়েছে। সর্বত্র একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। দশ পনেরোজন হুটহাট কেন্দ্রে ঢুকে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে আবার বেরিয়ে এসেছে। কেন্দ্র একনাগারে দখল করে রাখেনি। কেন্দ্রের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীরা ছিল না বা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা ভয়ে চলে গেছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে বিএনপির পোলিং এজেন্টের সামনেই এসব ঘটেছে, কোনো কোনো কেন্দ্রে বিএনপির পোলিং এজেন্ট ছিল না। আগেই তাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল, কেউ কেউ কেন্দ্রে আসেইনি।" তিনি তার নিবন্ধে বিএনপি বা বিএনপি প্রার্থীর দুর্বলতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। দুর্বলতাগুলোর মধ্যে ছিল: যে ৩০টি ভোটকেন্দ্র থেকে বিএনপির পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, পাঁচটির বেশি তার নাম বলতে না পারা; পোলিং এজেন্ট করা ছিলেন এবং কাদের, কিভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে তা বলতে না পারা; নির্বাচনের মাঠে নজরুল ইসলাম মঞ্জুর একা হয়ে যাওয়া; মনিকে মনোনয়ন না দেওয়া কারণ সম্পর্কে কর্মী-সমর্থকদের বোঝাতে না পারা, মনির কর্মীদের নীরব থাকা ও তার অনুসারীদের অনেকের তালুকদার আব্দুল খালেকের পক্ষে কাজ করা; বিএনপি'র পোলিং এজেন্টদের একটি অংশের সমঝোতা করা; গ্রেফতারের ভয়ে বিএনপি কর্মীদের পালিয়ে থাকা; কারা কখন গ্রেফতার হলেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক তুলে ধরতে না পারা; জামায়াতের ভোট পুরোপুরিভাবে পক্ষে নিতে না পারা; পদ্ধতিগতভাবে বিএনপি কর্তৃক অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারা, বিএনপি কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করে গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে না পারা ইত্যাদি।

ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষণ: খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ২৮টি ভোটকেন্দ্রে অবৈধভাবে সিল মারা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত নেটয়ার্ক ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। তবে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার ব্যাপকতা বেশি না হওয়ায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনে কোনো প্রভাব ফলেনি বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনটি। গত ১৬ মে একটি সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিয়মের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বেশ কিছু কেন্দ্রে নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তনের জন্য সহিংসতা ও নির্বাচনী অনিয়ম করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ওইসব ঘটনার ব্যাপকতা বেশি না হওয়ায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনে তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।" উল্লেখ্য ইডব্লিউজি ২৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৪৫টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে।

নির্বাচন কমিশনের সচিব খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে 'চমৎকার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রিটার্নিং অফিসার এই নির্বাচনকে 'বিচ্ছিন্ন'' কিছু ঘটনা ছাড়া সুষ্ঠু বলেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও রিটার্নিং অফিসারের মতই মন্তব্য করেছে। পক্ষান্তরে বিএনপি শতাধিক আসনে পুনর্নির্বাচন দাবি করেছে।

আমরা সুজন নেতৃবৃন্দ, পিস প্রেসার গ্রপ ও পিস অ্যাম্বাসেডারদের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছি; গণমাধ্যমে যে সকল নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষন সংস্থা যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তার ভিত্তিতে এই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠু বলতে পারি না। দৃশ্যমান কোনো সহিংসতা না ঘটলেও এবং ব্যাপক এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী অনিয়ম না ঘটলেও, কোনো কোনো প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের জন্য নির্বাচনী পরিবেশ ছিল ভীতিজনক। সে কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হলেও ভোটার উপস্থিতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম (৬২.১৯%)। আমরা মনে করি খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, যাকে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত বলার কোনো অবকাশ নেই। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন যে আস্থা অর্জন করেছিল, সাম্প্রতিককালে অন্যান্য কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা বহুলাংশে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, এই নির্বাচনে যে সকল অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন তা আমলে নেবে, এগুলোর ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে; প্রতিটি ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে এবং সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য এখন থেকেই পূর্বপ্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মনে রাখতে হবে, ২০১৮ সাল নির্বাচনের বছর। আগামী ২৬ জুন ২০১৮, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। অক্টোবরের মধ্যেই রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হলে যে কোনো সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচনসহ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৮টি করে মোট ৩৬টি নতুন ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এর মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে যে, ২০১৮-এর ডিসেম্বরেই হতে পারে এই নির্বাচন। আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতিগতভাবে আমরা নতুন সংকটের মুখোমুখি হবে পারি; যা আমাদের একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করতে পারে। আশা করি নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবে এবং আগামী নির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করবে।